

মাল্য-প্রদান

অথবা

ইন্ড্রের প্রতি দুর্ভাসার কোথা কলিকাতা

নাট্যরাসক !

শ্রীনটেশ্বরনাথ ঠাকুর

প্রণীত ।

“অবক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন কথ্যে বা ।
বাচ্য ময়ি দয়াবন্তঃ সমস্তং সংশোধনন্ততৎ ॥”

দুঃস্বাপ্না

কলিকাতা ।

বীডিন্ যন্ত্র—৬৬ নং বীডিন্ ষ্ট্রীট ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ নজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ।

All rights reserved

1876

উপহার ।

প্রণেতা

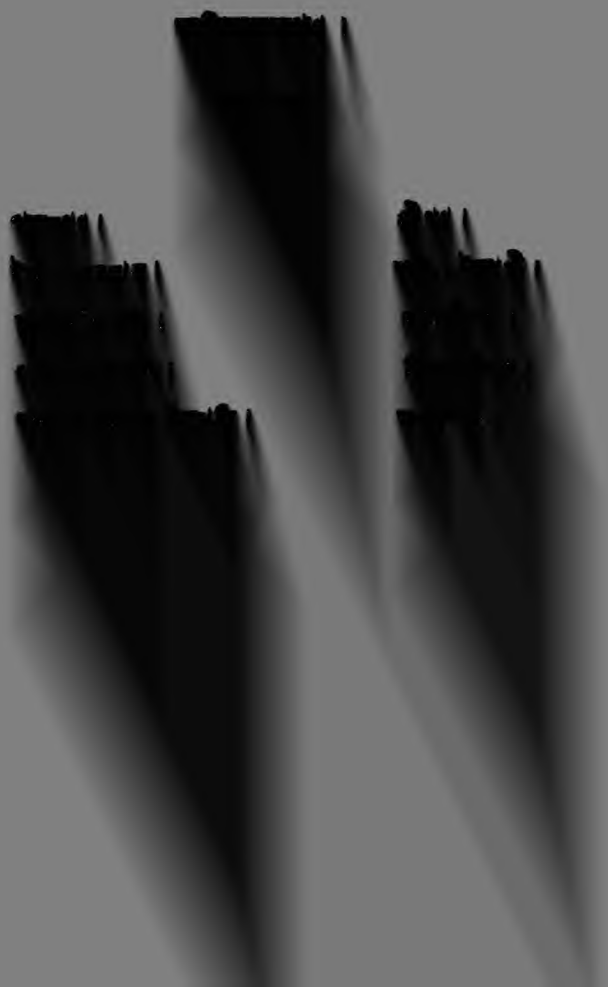
দেশহিতৈষী নবরস রসিক

শ্রীগুরু বাবু চাকচন্দ্র ঘোষ =

মহাশয় দীর্ঘজীবন্যু ।

মহাশয় !

ভাগীরথী পূর্ণ ভোয় হইলেও লোকে যেমন
(অর্চনার্থ) তাঁহাকে গণ্ডুষমাত্র জলও প্রদান
করিয়া থাকে তেমনি, আপনি নানারসে সুরসিক
ও পণ্ডিত হইলেও আমি আপনাকে আমার এই
সামান্য স্বপ্ন রসোদ্দীপক (মাল্য প্রদান) নাট্য
রাসক খানি প্রদান করিতে সাহসী হইলাম ।
সুস্প্রতি আমাকে সামান্য ও অপরিচিত জ্ঞানে
স্বণা বা তাচ্ছল্য না করিয়া স্বকীয় উদারতা
ইহা গ্রহণ করেন, এই আমার এক মাত্র ইচ্ছা-
কিমধিক মিতি ।



প্রস্তাবনা ।

ইমন্ ভূপালি—একতালা ।

নন্দন কানন ।

দেব দম্পতী বিহার কারণ ॥

সাধুভক্ত জন, প্রফুল্ল কারণ,

প্রেমিক জন, চির বাঞ্ছন ;

দেবলীলা গাব আজি, পাপ তাপ নিবারণ ।

শান্তিকর মরি তায় ! পরিমল বহিছে,

সুখের তরঙ্গ মৃদু হিল্লোলেতে নাচিছে,

সুর-মুনি বাঞ্ছিত যে স্থান ॥

মাল্যপ্রদান নাট্যরাসক ।

প্রথম অঙ্ক ।

নন্দন-কানন ।

মালা হস্তে চারি জন বিদ্যাধরীর প্রবেশ ।

(সকলে নৃত্য ও গীত ।)

থাষাজ—খ্যাম্টা ।

কিবা শোভা মরি ওলো !

ফুটেছে মালতি বকুল ;

গুঞ্জুরিছে তাহে অলিকুল ।

ভ্রমর দল, অতি চঞ্চল,

পিতে মধু হাতে পদ্মফুল । (ওলো)

কোকিল! কোকিলে, গায় কুতূহলে,

শুনে হ'ল প্রাণ লো, আকুল ॥



স্বদেশী

প্র, বি। দেখ্ ভাই ! আজকের মালাগুলি বেশ গাঁথা হয়েছে । আর দেখেচ, ভ্রমরগণ গন্ধে আকুলিত হয়ে মালার দিকেই উড়ে উড়ে আসছে ।
 দ্বি, বি। হ্যাঁ ভাই, আজকের এই টাটকা ফুলের মালাগুলি বেশ গাঁথা হয়েছে ।

(সকলে নৃত্য ও গীত)

ভাঙ্গলা—খেমটা ।

আকুলিত চিত্ত নেহারি কুসুম মালা ।
 সৌরভে ব্যাকুল, কুটিল অলিকুল,
 মজ্জিবে অনঙ্গে বিরহী বালা—হ'ল কি জ্বালা ।
 মালতি বকুল, তুলিয়ে নানা ফুল,
 গৈঁথেছি মনোমত, মনোহারি মালা—
 বিরহিনী জ্বালা ॥

প্র, বি। দেখ্ ভাই ! মালতি ফুলগুলি কেমন ফুটেছে ।
 দ্বি, বি। এর একছড়া মালা গাঁথলে হয়না ?
 চ, বি। তোঁর মালা গৈঁথে আর আশনেটে না ? তা
 গাঁথ'বি ত এই মালতি ফুলের এক ছড়া গাঁথ,
 এতে বেশ মালা হয় ।

(সকলে নৃত্য ও গীত)

জঙ্গলা—আড়খেম্টা ।

আয়লো ধনি গন্‌মোহিনি! কুসুম তুলি কানন হাতে।
তুলিয়ে ফুল গাঁথবো মালা, দেবীর মন তুষিতে ॥
ফুটিরাছে কুমুদিনী, লোক মন-বিনোহিনী,
প্রেমিক-চিত্ত-তোষিণী, সরোবর সলিলেতে ॥
তু, বি । তবে এস ভাই ! ফুল তুলি ।

(সকলের পুষ্প চয়ন)

প্র, বি । সখি ! দেখ, ঐ কে আস্‌চে না ?
দ্বি, বি । (অরলোকন করত) বোধ হয় মহর্ষি' ছর্কাসা—
ইয়া তিনিইতো ।

তু, বি । আমি মনে করে ছিলেম যে, বাঘই আস্‌চে কি
ভাল্লু কই আস্‌চে,—যে দাড়ি, আবার মাতায়
জটাও তেমনি—

(গীত গাইতে গাইতে মহর্ষি ছর্কাসার প্রবেশ ।)

খান্নাজ—একতালা ।

ভাবরে সেই করুণানিধানে, অনাদি-অখিল-কারণে
নিখিল-পতি বোয়ামকেশ ভব-ভয়-নিবারণে ॥

(সকলের ছর্কাসাকে প্রণাম করণ ।)

দুঃ । (হস্ত উত্তোলন পূর্বক) সখা ভব ।

প্র, বি । মহর্ষে ! এখানে শুভাগমনের কারণ ?

দুঃ । তোমাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে ।

দ্বি, বি। আমাদের এমন কি পুণ্যবল যে, আমরা
আপনার প্রার্থনা পূর্ণ কর্তে পারি ?

দুঃ। এমন কিছু নয়, দেখ (মালা দর্শাইয়া) তোমাদের
এই মালার গন্ধে সমস্ত কানন আমোদিত
হয়েছে; অতএব এই মালা ছড়াটি আমাকে
দাও, তাহলেই আমার মনোরথ সফল হয়।

প্র, বি। কোন্ গাছটি নেবেন বলুন দেখি ?

দুঃ। ঐ তোমার হাতে যে গাছটি আছে।

প্র, বি। (প্রণাম করতঃ মালা প্রদান) এই নিনু।

দুঃ। স্বস্তি (মালা লইয়া মস্তকে বন্ধন করণ ও স্বগতঃ)
এ মালা ছড়াটি কম্পা বৃক্ষের কুম্বে গ্রথিত।
বাঃ কি চমৎকার মালা! এখন যাই, আজ
এই মালা মস্তকে বন্ধন করে সমস্ত মেদিনী
পরিভ্রমণ ক'রব, তাহলে এর গন্ধে সমস্ত
পৃথিবী সুবাসিত হবে।

(ছুর্কা সা মুনির প্রস্থান।)

(বিদ্যাধরীগণ নৃত্য ও গাত)

জঙ্গলা খাষাজ—খেমটা।

বিনোদিনি! চল চল,

আর কেন হেতা বলু?'

আশাতীত সুখানন্দে মানস প্রফুল্ল হ'লো।

মরি কিবা শুভ ক্ষণ, মালা লয়ে তপোধন ।
আশীষি আমাদের জীবন করিলেন সফল ॥

(গাইতে গাইতে বিদ্যাধরীগণের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



স্বর্গ পথ ।

(দেবগণ পরিবেষ্টিত, ঐশ্বর্যে ইন্দ্র আসীন ।)

(নেপথ্যে গীত ।)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা ।

আমরি কি মনোহর শোভিল স্বর্গের পথ ।

শত শশী সমপ্রভা সুরপতি সমাগত ॥

মরি কি সুন্দর জ্যোতি, প্রভা সুবিনল অতি ;

প্রকাশি ভুবনত্রয় গজে বিরাজিত ।

চারি দিকে মণি জ্বলে, হেরিয়ে মানস ভুলে ।

ভাগু শশী লাজহলে মেঘে লুক্কায়িত ॥

ইন্দ্র । কিচমৎকার গীত ! বোধ করি কোন দেবকন্যা

এই গান কচেন । (দূরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করত)

মহর্ষি দুর্বাসা আস্চেন না ?

পা ! হ্যাঁ; তিনিই আস্চেন, ওঃ ! কি তেজপুঞ্জ মুক্তি

দেখেচেন ?

(মহর্ষি দুর্বাসার প্রবেশ ও নিজ মস্তক হইতে মালা
লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান ।)

ইন্দ্র । (মালা লইয়া করী মস্তকে রাখিয়া) মহর্ষে ! সব
কুশলতো ?

দুঃ । সমস্তই কুশল ।

(হস্তীর মস্তক সঞ্চালন ও মালা ভূতলে পতন)

দুঃ । (মালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুপিত ভাবে)

দেখ দেবরাজ ! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে সাম্ভিশয় মত্ত
হয়েছ । তুমি আমার নিকট মালা পেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে
আমাকে প্রণামও ক'রলে না । আর এ কথাও বল্লে না
যে, 'আপনার প্রসাদ প্রাপ্ত হ'লেম' । তুমি মন্দন্ত
মালা একেবারে গ্রাহ্যই কলে না । মুঢ় ! তুমি আমার
প্রতি অনাস্থা ক'রলে,—আমার অবমাননা ক'রলে,
তোমাকে এর সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই ভোগ কর্তে
হবে । তুমি যেমন অহঙ্কারে উন্নত হয়ে আমার প্রদত্ত
এই মালা দূরে নিক্ষেপ ক'রলে, তেমনি তোমার অধি-
কৃত সমস্ত ভুবন শ্রীভ্রষ্ট হবে ।

ইন্দ্র । (হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্বিনয়ে) মহর্ষে !
শাস্ত হউন্ । এ দাসের প্রতি বৃথা ক্রুদ্ধ হবেন্
না—ক্ৰান্ত হউন্ ।

দুঃ । দেবরাজ ! যাঁহার ক্রোধোদয় হ'লে স্বাবর
জন্ম সকলই কম্পিত হয়, (ভ্রুকুটী) ঐদৃশ
আমাকে তুমি অবজ্ঞা করলে ?

ইন্দ্র । (অতিশয় বিনীতভাবে) মহর্ষে ! প্রসন্ন হউন,
যদি ভ্রমবশতঃ এ দাস এককার্য্য করে থাকে,
তবে ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা মার্জ্জনার
উপযুক্ত । কারণ মহৎব্যক্তির ক্ষমাগুণই সর্ব্বা-
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । (কর যোড়ে) মহর্ষে ! আমার
অপরাধ মার্জ্জনা করুন—আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন ।

দুঃ । দেবরাজ ! আমি অন্যান্য মুনির ন্যায় কুপাপর-
বশ নই । ক্ষমা করা আমার রীতি নহে ।

ইন্দ্র । (কর যোড়ে)

গীত !

বেহাগ—আড়া ।

হে ঋষিবর !

তোমার কোপেতে সৃষ্টি যায় বুঝি অতঃপর ।

ক্ষমা কর নিজগুণে, প্রসাদহ এ অধীনে,

শঙ্কিত হতেছে মন, তব কোপে নিরন্তর ।

তুমি ঋষে সদাশয়, তবে কেন এ আশয়,

নিখন করিতে দামে, হইলে হে তৎপর—

নির্বাণহ ক্রোধানল, করহে দেবে উদ্ধার ॥

ছঃ । ক্ষমিব না পুরন্দর ! বৃথা অনুরোধ ।

উচিত পাইলে ফল, তবে হবে বোধ ॥

গীত ।

পিলু-বারোয়া—ঠুঙবি ।

ইন্দ্র । ধরি ছুটি চরণে ।

ক্ষমা কর মুনিবর ! এ অধীনে ॥

তুমি হে করুণাকর, এ অধীনে রূপা কর,

বৃথা এ জীবন দেব, তব করুণা বিনে ;

ব্যাকুল হৃদয় মম, শান্ত কর রূপাদানে ॥

ছঃ । (বিরক্ত হইয়া) দেবরাজ ! তুমি কেন বারম্বার
আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর'ছ,—আমি
তোমার কোনমতেই ক্ষমা করবো না—

ইন্দ্র : তাপসবর ! আপনার ক্রোধানল নির্বাণ
করুন । কেন বৃথা ক্রুদ্ধ হ'চ্ছেন ? আমি এত কাতর
ভাবে আপনাকে প্রার্থনা করি, তথাপি কি
আপনার আর আমার প্রতি দয়া হবে না ?
ঋষে ! আমি পুনঃ পুনঃ আমার অপরাধ
স্বীকার করে অনুতাপিত হৃদয়ে, আপনার
নিকট এবার ক্ষমা প্রার্থনা করি ।

গীত ।

মূলতান-আড়াঠেকা ।

কেন আর ঘটাইছ এ প্রমাদ ঋষিবর ।
করুণা করহ দামে, ত্যজহ ক্রোধ অন্তর ।
কেন আর বিড়ম্বনা, যাচে দীন কৃপা কণা,
দয়াকরি এইবার ক্ষম হৈ সত্ত্বর ॥

১৪৪ । দেবরাজ ! আমার এক কথা, আমি তোমায় কোনমতেই ক্ষমা ক'রব না, তুমি আমায় কেন বৃথা অনুনয় কর্চো ? তুমি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়ে থাক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দয়ালু মুনিগণ তোমার স্তুতি পাঠ কর্তে থাকেন, তাতেই তুমি এতদূর গর্কিত হয়েচ, যে আজ আমাকেও অবজ্ঞা ক'রলে ; এখন তার সমুচিত কল ভোগ কর—আমি তোমায় কোনমতেই ক্ষমা ক'রবো না । দেবরাজ ! আমি এখনও বলছি যে, যেমন তুমি আমার মালার প্রতি স্নানাস্তা ক'রে, আজ আমাকে অমান্য ক'রলে, তেমনি তুমি নিশ্চিত জেনো যে তোমার অধিকৃত ভুবন শ্রীভ্রষ্ট হবেই হবে—

(বেগে তর্কাসার প্রশ্নান ।)

ইন্দ্র । হায় ! কেন আমি এইমালা মস্তকে ধারণ করলেম

না, আর কেনই বা ভুমিষ্ঠ হয়ে কোপন-স্বভাব
ঋষিকে প্রণাম কর্লেম্ না? হায়! আজ এক
সামান্য মালার জন্য কি কাণ্ডই না উপস্থিত
হ'ল। (দেবগণের প্রতি প্রকাশে) এখন এর
কি উপায় করি বলদেখি? কিরূপে দুর্ভাগ্যসার
অভিসম্পাত হাতে মুক্ত হই? ওঃ! মন ক্রমশই
চঞ্চল হ'চ্ছে (চিন্তা)

প। দেবরাজ! আমি ত এর কিছু উপায় দেখতে
পাচ্চিনে, দুর্ভাগ্য বড় সামান্য ও সহজ লোক
নন।—

ইন্দ্র। (সবিষাদে) গীত।

পাশাপাশী-আড়া।

কি হবে কি হবে বল, আমার এখন হে।

সদা বিচলিত চিত, রহেনা জীবন হে ॥

হায়! আমি কি করিলাম, কেন মালা না লইলাম,

সামান্য মালার তরে, সৃষ্টি বুঝি যায় হে।

কি করি উপায় বল, আমার হৃদি চঞ্চল,

পড়িয়ে দুর্ভাগ্যকোপে, হইব শ্রীহীন হে ॥

বরুণ। দেবরাজ! স্থির হউন। এত কাতর হবেন না।

বিপদ কালে ঐর্ষ্যাবলম্বন করাই উচিত। তা

হলে বোধ হয় যে, আপনি দুর্ভাগ্যসার সাঁপ হতে

শীঘ্র মুক্ত হবেন। চলুন আমরা ব্রহ্মার নিকটে
গিয়ে এই সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদন
ক'রে, তাঁরই শরণাপন্ন হই।

ইন্দ্র। ভাল বলেছেন, তাই চলুন—কিন্তু দুর্কামার
শাপ হাতে যে মুক্ত হব, তাত আমার বোধ হয়
না (ক্ষণেক মৌনাবলম্বন) চলুন এখন যাওয়া
যাক্, তারপর যা হয় হবে।

প। চলুন।

(বিঘ্নভাবে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

—00—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লতাকুঞ্জ]

(শচী দেবী সহচরীগণের সহিত উপবিষ্টা।)

(চারিজন অপ্সরার প্রবেশ।)

নৃত্য ও গীত।

পিলু-জঙ্গলা—খেম্টা।

এল বসন্ত সখি ফুটিল বকুল।

কোকিল রবে বিরহী আকুল।

বহে-মৃচ্ছ সমীরণ, পুলকিত প্রাণ মন,

যুবক যুবতীগণ, প্রেম আশে ব্যাকুল।

শ্র, অ। দেবি ! আজ্ আপনাকে এত বিবল দেখ্চি
কেন?

শ। তুমি কেন দেখ্চ, তা আমি কেমন ক'রে বল্বো
বল ? বাসনা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

জ, অ। তা ব'স্চি ? কিন্তু বলুন আজ আপনাকে
এত বিমর্ষ দেখ্চি কেন ?

শ। তুমি দেখ্চ, তা আমি কেমন ক'রে বল্ব ভাই ?

অ। আর কেন ছলনা ক'র'চেন, কি হয়েছে তাই বল্লু
না।

গীত ।

সিন্ধু ঠৈরবী—কাণ্ডাঘী ।

বিবল বদন কেন হেরি শশীমুখি ।

অমল মুখ কমল, কি ছুঃখে মলিন সখি ॥

বল বল সুলোচনা, কি কারণে ম্রিয়মানা,
কেন বা যুগল অঁাখি, অশ্রুভারে নম্র দেখি ॥

সুধাংশু সম বদন, হেরি গো এবে মলিন,

শশাঙ্কে রাছ যেমন, প্রাণিলে সদত ছুঃখী ॥

বলুন না দেবি! কি হয়েছে, কেন আজ আপনার
চোক্ দুটী এত ছল্ ছল্ ক'র'চে, মুখ খানি
জান, হয়েছে ?

শ। কি জানি ভাই, আজ্ আমার মনুটায় সুখ নাই।

অ। তবে তা এতক্ষণ বল্ছিলেন না কেন ?

শ। মনে ক'রলেম যে ওর আর কি বল্বে, কোন বিষয়ে
চঞ্চল হয়ে থাক্বে, এখনি সুস্থির হবে এখন,
কিন্তু ভাই তা হচ্ছেনা, মনুটা যেন ক্রমশই ব্যাকুল
হ'চ্ছে, (জর্নৈক অপ্সরার প্রতি) সখি ! একটি
গাওনা শুনি, তাতে যদি মনুটা একটু সুস্থির
হয়।

অ। গাচ্ছি শুনুন।

গীত।

ঝিঝিট—আছা !

ঐ যে ডাকিল পিক, কানন মাতায়ে।

কানন মাতায়ে সখি ! প্রেমিকে মাতায়ে।

কুটিল ভ্রমরগণ, হ'য়ে উল্লাসিত মন,

বধিছে বিরহীজন, গুণ গুণ গুঞ্জরিয়ে ॥

অ। দেবি ! মনুটা কি এনটু সুস্থ হ'ল ?

শ। সখি ! আজ্ তোমরা চাচ্ছনে এলে কেন ? লব-

ঙ্গিকা কোথায়, সে এফ কেন ?

জ,অ। তাতে বল্তে পারি' বোধ হয় আস্বে

এখন।

শ। দেখ্ ভাই, মনুটা কো'রোই সুস্থির হচ্ছে না,

কেবল মনে হচ্ছে যেন নাথের কোন বিপদ
ঘটেচে, তা না হলে আমার মন এত ব্যাকুল
হবে কেন ?

জ,অ। (চমকিতভাবে) সেকি দেবি! ওকথা মনে ক'রবেন
না, (জর্নৈক অপ্সরার প্রতি) সখি! অ'র
একটা গাওনা ভাই, দেবীর মন্টা আজ বড় চঞ্চল
হয়েছে, যদি একটু স্থস্থির হয়—

অ। হ্যাঁ—পাঁচটা গান শুনলেও মন্টা একটু স্থির
হ'তে পারে, (শচীর প্রতি) দেবি! মিছে
ভাববেন না, একটা গাচ্ছি শুনুন—

শ। গাও সখি—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

অ। গীত।

ধাম্বাজ—একতাল।

ভেব না ভেব না ওকথা ভেবনা,

মিনতি তোমারে সখি।

অন্তরে বেদনা পাই, তব মুখ

মলিন দেখি ॥

কেন ভাব অকারণ, কেন অশুভ গণন,

কেন হেরি চাক্রনয়না, নীর পুরিত অঁাখি ॥

(বিমর্ষভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ।)

শ। (উচিরা) নাথ! আজ আপনাকে এত বিমর্ষ

দেখ্‌চি কেন ? অন্যদিন কত আনন্দের সহিত
এখানে আস্তেন, আজ্‌ এমন বিমর্ষ কেন ?
নাথ ! কি হয়েছে বলুন, আপনার মুখ মলিন
দেখ্‌লে আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হয় ।

ইন্দ্র । কি আর শুনবে, এ দুঃখের কথা তোমার না
শোনাই ভাল ।

শ । কেন নাথ ! কি হয়েছে শীঘ্র বলুন ?

ইন্দ্র । প্রিয়ে ! আমি অত্যন্ত মহাপাতকী, (আজ্‌গত)
মহাপাতকী না হলে, আজ্‌ দুর্কাসার শাপে
পাণ্ডব কেন ? হায় ! আজ্‌ আমি কি কর্‌লেম ?
কেন মালা মস্তকে ধারণ কর্‌লেম না ? (দীর্ঘ-
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক শচীর প্রতি প্রকাশে)
দেবি ! হতভাগ্য দেবরাজ আজ্‌ দুর্কাসার কোপা-
নলে নিপতিত ।

শ । নাথ ! মহর্ষি দুর্কাসা আপনাকে কি শাপ
দিয়েছেন ?

ইন্দ্র : সে বড় সামান্য অভিসম্পাৎ নয়—

শ । কি বল্‌লেছেন নাথ ?

ইন্দ্র । ওঃ—সে কথা আর কি বল্‌বো ? বল্‌তে গেলে
প্রাণ কেঁপে ওঠে, বল্‌লেন যে “তোমার অধিকৃত
ভুবন সকল শ্রীভ্রষ্ট হবে ।”

শ । (ব্যস্ত ভাবে) নাথ ! আপনি যদি অনুমতি

করেন, তা হ'লে আমি তাঁর পায়ে ধ'রে তাঁকে শাস্ত করি—

ইন্দ্র। প্রিয়ে ! সে জন্য আমি তাঁর বিস্তর সাধ্যসাধনা ক'রেছি, কিন্তু কোনমতেই তাঁকে শাস্ত করতে পারি নাই, আমি কি আর নিনতি ক'রতে বাকী রেখেছি ?

শ। তবে এর উপায় কি ?

ইন্দ্র। এক উপায় আছে।

শ। কি উপায় নাথ ! আমাকে শীঘ্র বলুন ? এখনি এর প্রতীকারের চেষ্টা ক'রতে হবে।

ইন্দ্র। দেখ, আর বিলম্বে কায নাই, চল আমরা এখনি গিয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই, আর তাঁকে এই সমস্ত নিবেদন করি। তা হ'লে বোধ হয় শাপ হ'তে পরিত্রাণ পেতে পারবো—

শ। হাঁ নাথ ! সেই ভাল কথা।

ইন্দ্র। প্রিয়ে ! আর বিলম্বে কায নাই এস—

(ব্যস্তভাবে উভয়ের প্রস্থান।)

অঁ। চল সখি আমরাও যাই, এখানে আর থেকে কি ক'রবো ?

স। চল।

(বিমর্ষ ভাবে সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

গীত।

ভৈরো—একতাল।

ডাকরে সবে হরশঙ্করে, ত্রিতাপহারী ঈশ্বরে ।

পিণাক ধারক, অশিব নাশক, জাহ্নবী জটাতারে ॥

অনন্ত অপার মহিমা য়ার,

বর্ণিতে পারে হেন নাথ্য কার,

লওরে মন স্মরণ তাঁহার, ভাসিবে সুখ নীরে ॥

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

ইন্দ্রভবন ।

সিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপার্শ্বে শচীদেবী উপবিষ্টা ।

সহচরীগণ স্ব স্ব স্থানে আসীনা ।

শ। নাথ ! আজ কি সুখের দিন—আজ দুর্ভাগ্যসার
শাপ হতে পরিত্রাণ পেলেম্ । এতদিনের পর
অমরাবতী যেন মলিন বসন ত্যাগ ক'রে, শুভ বস্ত্র
পরিধান ক'রলে ।

ইন্দ্র। তার আর সন্দেহ কি ? প্রিয়ে ! এতদিন এই
অমরাবতীতে তপস্বীরা তপস্যা কর্তেন না,—
লোকে দানাদি কর্তো না,—প্রায় সমস্ত ধর্ম-

কর্নাই একেবারে রহিত হ'য়েছিল—শ্রীভেষ্টের
সমস্ত লক্ষণই তখন প্রকাশ পেয়েছিল ।

জ,স। দেব ! তখন অমরাবতীর সে শোভাও ছিলনা, পদ্ম-
বন একেবারে শুষ্ক হ'য়েছিল—কোকিলেরা আর
তেমন ঝঙ্কার ক'রতনা,—মলয়পবন বইত না,—
নয়ূরগণ যেন নৃত্য ভুলে গিয়েছিল,—পারিজাত
কুম্ভ ফুটত না,—অমরাবতীর কোন শোভাই
ছিল না । যা'হোক দেব ! এতদিনের পর আজ
অমরাবতী পুনর্বার পূর্ব শোভা প্রাপ্ত হ'য়েছে ।

ইন্দ্র । হ্যাঁ দেবি ! এতদিনের পর আজ অমরাবতী পুন-
র্বার পূর্ব সাজে সজ্জিত হ'লো—

স। হ্যাঁ—আজ্ আমাদেরও অনেক দিনের পর,
আপনাদের দুজনকে একত্রে দেখে নয়ন জুড়াল !

(চারি জন অপ্সরার প্রবেশ ।)

আকাশে পুষ্পবৃষ্টি

ও

ইন্দ্র ভবন আলোকিত ।

(সকলে নৃত্য ও গীত ॥)

পরজ কালাংড়া—খেমটা ।

ত্রিদিবমাঝে, মনোহর সাজে,

ইন্দ্র পুর, পুনঃ শোভিল ।

মলয় সমীর, বহি কিবা ধীর, জনগণে পুনঃ তোষিল।

নিকুঞ্জে হাসিল পারিজাত ফুল,
কাননে ফুটিল নবীন মুকুল,
বিস্তারি আমোদে পুচ্ছ সকল,
শিখীকুল পুনঃ নাচিল ॥

যবনিকা পতন ।



